সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসি এফভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ
১।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০৩	০৩	-	-	-	০৩	২০% - ৬৬%	-	-

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ ৩টি

২। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ

প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির কারণ:

(ক) অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা হয় না। ফলে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়;

(খ) বৈদেশিক যাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে ম্যাচিং ফান্ডের অভাব;

(গ) অনুমোদিত ডিপিপি'র কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম করতে না পারায় দ্রব্যমূল্যের বাজার দর বৃদ্ধি;

(ঘ) প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নকালে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন পর্যায়ে বিভিন্ন ঝুকি নির্ধারণ না করা;

(ঙ)প্রকল্প গ্রহণের সময় সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা না করে এবং ভবিষ্যতের প্রেক্ষাপট বিবেচনা না করে ডিপিপি প্রণয়ন করা হয় ফলে পরবর্তীতে কাজের পরিধি বেড়ে যায়, ফলশ্রুতিতে ব্যয় বৃদ্ধি পায়;

(চ) বার বার মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে দ্রব্যমূল্য দাম বেড়ে যায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দরপত্রের রেট শিডিউল পরিবর্তন হয়ে যায়, ফলে প্রকল্প ব্যয় বেড়ে যায়;

(ছ) জটিল ও ব্যতিক্রমধর্মী কাজের ক্ষেত্রে অনেক সময় টার্ণ কী ঠিকাদারের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা বেড়ে যায় এবং চুক্তি স্বাক্ষরের সময় সকল শর্তাবলী সাবধানতার সাথে বিবেচনা করা হয়না বিধায় টার্ণকী ঠিকাদার বিভিন্ন সময় বাড়তি বিল দাবী করার সুযোগ পায়।

প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ:

(ক) অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা হয় না। ফলে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়;

(খ) বৈদেশিক যাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে ম্যাচিং ফান্ডের অভাব;

(গ) অনুমোদিত ডিপিপি'র কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম করতে না পারায় দ্রব্যমূল্যের বাজার দর বৃদ্ধি;

(ঘ) প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নকালে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন পর্যায়ে বিভিন্ন ঝুকি নির্ধারণ না করা;

(ঙ) মূল ডিপিপি অনুমোদনের তারিখের পরেও টেন্ডার ডকুমেন্ট তৈরি,টেন্ডার আহবান, মূল্যায়ন ও কার্যাদেশ প্রদানে অনেক বিলম্ব হয়। ফলে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু হতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এক বছর থেকে দুই বছর বিলম্ব হয়ে যায়;

(চ) সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর ও কার্যকর করতে যথেষ্ট বিলম্ব হয়;

(ছ) সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের দরপত্র মূল্যায়নের সময় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার কনকারেন্স পেতে যথেষ্ট বিলম্ব হয়;

(জ) ভূমি অধিগ্রহণজনিত জটিলতার কারণে বেশির ভাগ প্রকল্পের যথেষ্ট সময়ক্ষেপণ হয়;

(ঝ) প্রকল্প দপ্তরের অদক্ষতার কারণে এবং দূরদর্শিতার অভাবে প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিলম্ব হয়।

৩। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ

সমস্যা	সুপারিশ
৩.১ অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা হয় না।	৩.১অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা প্রয়োজন;
৩.২ ডিপিপি'র কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম করতে না পারা;	৩.২কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা প্রয়োজন;
৩.৩ প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ও বাস্তবায়নে অত্যাধিক বিলম্ব	৩.৩ প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে বাস্তবসম্মতভাবে ব্যয় ও সময় নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে তা অনুসরণ করা প্রয়োজন;
৩.৪ কাজের গুণগতমান সংক্রান্ত	৩.৪.১ কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করতে ভবিষৎতে পিপিআর যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক দক্ষ জনবল এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সমন্বিত ঠিকাদার নিয়োগ করা প্রয়োজন। ৩.৪.২ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজ বিশেষ করে নিম্নমানের পূর্ত কাজের জন্য তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা অবশ্যক।
৩.৫ সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প সংক্রান্ত	৩.৫ সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগী দেশ/প্রতিষ্ঠান থেকে দ্রুত সঠিক সময়ে অর্থ প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
৩.৬ প্রকল্পের যানবাহন সংক্রান্ত	৩.৬ বিদ্যমান সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যানবাহন সরকারি পরিবহন পুলে জমা দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা আব্যশ্যক।
৩.৭ প্রকল্পের পরিচালক সংক্রান্ত	৩.৭.১ প্রকল্প সুষ্ঠ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকল্পে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলি বা পরিবর্তন না করে বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক নিয়োগে সচেষ্ট থাকার প্রয়োজন আছে।

সমস্যা	সুপারিশ
৩.১ অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা হয় না।	৩.১অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা প্রয়োজন;
৩.২ ডিপিপি'র কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম করতে না পারা;	৩.২কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা প্রয়োজন;
	৩.৭.২ বিভিন্ন সংস্থার আওতায় বাস্তবায়নাধীন ও ভবিষৎতে প্রকল্পের জন্য সরকারী নির্দেশনা অনুযায়ী পূর্ণকালীন ও যোগ্য প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের বিষয়টি উদ্যোদী বিভাগ হতে নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
৩.৮ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	৩.৮ যথাযথভাবে মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষা না করে অপরিকল্পিতভাবে প্রকল্প গ্রহণের কারণে কখনো প্রকল্প বাস্তবায়ন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। তাই প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে বাস্তবসম্মত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন করা প্রয়োজন।
৩.৯ ভূমি অধিগ্রহণে বিলম্ব	৩.৯ প্রকল্প অনুমোদনের শুরু থেকেই ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু করা বাঞ্চনীয়।
৩.১০ পিসিআর প্রেরণে বিলম্ব	৩.১০ প্রকল্প সমাপ্তি ঘোষণার পর পরই পিসিআর প্রণয়ন করে আইএমইডিতে প্রেরণ নিশ্চিত করা আবশ্যক।

অনলাইনে গণগ্রন্থাগারসমূহের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন শীর্ষক **প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন**
(সমাপ্ত: জুন ২০২০)

ক. প্রকল্পের মৌলিক তথ্য:

১.০	প্রকল্পের নাম	অনলাইনে গণগ্রন্থাগারসমূহের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন
২.০	প্রকল্পের ধরন	বিনিয়োগ
৩.১	অর্থায়নের উৎস	বাংলাদেশ সরকার
৩.২	উন্নয়ন সহযোগী	প্রযোজ্য নয়
৪.১	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৪.২	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর

৫.০ প্রকল্পব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অনুমোদন সংক্রান্ত:

(লক্ষ টাকায়)

বিষয়	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়		বাস্তবায়ন কাল	অনুমোদনের তারিখ	পরিবর্তন (+/-) (মূল প্রকল্পের তুলনায়)	
	মোট	জিওবি			ব্যয় (%)	মেয়াদ(%)
মূল	২৯৫১.০০	২৯৫১.০০	জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০১৯	৩০-০৫-১৮	-	-
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি (১ম বার)	২৯৫১.০০	২৯৫১.০০	জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০২০	০১-০১-২০	-	৫০%

৬.০ প্রকল্প এলাকা:

ক্রমিক	বিভাগ	জেলা	উপজেলা/ সিটিকর্পোরেশন/পৌরসভা
১।	ঢাকা	ঢাকা	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন-৫
২।		ঢাকা	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
৩।		গাজীপুর	সকল উপজেলা-৫
৪।		নারায়ণগঞ্জ	সকল উপজেলা-৫
৫।		মুন্সিগঞ্জ	সকল উপজেলা-৬
৬।		মানিকগঞ্জ	সকল উপজেলা-৭
৭।		নরসিংদী	সকল উপজেলা-৬
৮।		কিশোরগঞ্জ	সকল উপজেলা-১৩
৯।		ফরিদপুর	সকল উপজেলা-৯
১০।		মাদারীপুর	সকল উপজেলা-৪
১১।		শরীয়তপুর	সকল উপজেলা-৬
১২।		গোপালগঞ্জ	সকল উপজেলা-৫
১৩।		রাজবাড়ী	সকল উপজেলা-৫
১৪।		টাংগাইল	সকল উপজেলা-১২
১৫।	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	সকল উপজেলা-১৬
১৬।		কক্সবাজার	সকল উপজেলা-৮
১৭।		বান্দরবান	সকল উপজেলা-৭
১৮।		খাগড়াছড়ি	সকল উপজেলা-৮
১৯।		রাঙ্গামাটি	সকল উপজেলা-১০
২০।		ব্রাহ্মণবাড়িয়া	সকল উপজেলা-৯
২১।		কুমিল্লা	সকল উপজেলা-১৬
২২।		ফেনী	সকল উপজেলা-৬
২৩।		নোয়াখালী	সকল উপজেলা-৯
২৪।		লক্ষীপুর	সকল উপজেলা-৫

ক্রমিক	বিভাগ	জেলা	উপজেলা/ সিটিকর্পোরেশন/পৌরসভা
২৫।		চাঁদপুর	সকল উপজেলা-৮
২৬।	রাজশাহী	রাজশাহী	সকল উপজেলা-১১
২৭।		পাবনা	সকল উপজেলা-৯
২৮।		নাটোর	সকল উপজেলা-৭
২৯।		সিরাজগঞ্জ	সকল উপজেলা-৯
৩০।		নওগাঁ	সকল উপজেলা-১১
৩১।		বগুড়া	সকল উপজেলা-১২
৩২।		জয়পুরহাট	সকল উপজেলা-৫
৩৩।		চাঁপাইনবাবগঞ্জ	সকল উপজেলা-৫
৩৪।	খুলনা	খুলনা	সকল উপজেলা-৯
৩৫।		কুষ্টিয়া	সকল উপজেলা-৬
৩৬।		চুয়াডাঙ্গা	সকল উপজেলা-৪
৩৭।		মেহেরপুর	সকল উপজেলা-৩
৩৮।		ঝিনাইদহ	সকল উপজেলা-৬
৩৯।		মাগুরা	সকল উপজেলা-৪
৪০।		যশোর	সকল উপজেলা-৮
৪১।		নড়াইল	সকল উপজেলা-৪
৪২।		সাতক্ষীরা	সকল উপজেলা-৭
৪৩।		বাগেরহাট	সকল উপজেলা-৯
৪৪।	বরিশাল	বরিশাল	সকল উপজেলা-১০
৪৫।		পটুয়াখালী	সকল উপজেলা-৮
৪৬।		ভোলা	সকল উপজেলা-৭
৪৭।		ঝালকাঠি	সকল উপজেলা-৪
৪৮।		পিরোজপুর	সকল উপজেলা-৭
৪৯।		বরগুনা	সকল উপজেলা-৬
৫০।	সিলেট	সিলেট	সকল উপজেলা-১২
৫১।		সুনামগঞ্জ	সকল উপজেলা-১০
৫২।		মৌলভীবাজার	সকল উপজেলা-৭
৫৩।		হবিগঞ্জ	সকল উপজেলা-৮
৫৪।	রংপুর	রংপুর	সকল উপজেলা-৮
৫৫।		দিনাজপুর	সকল উপজেলা-১৩
৫৬।		ঠাকুরগাঁও	সকল উপজেলা-৫
৫৭।		পঞ্চগড়	সকল উপজেলা-৫
৫৮।		লালমনিরহাট	সকল উপজেলা-৫
৫৯।		নীলফামারী	সকল উপজেলা-৬
৬০।		কুড়িগ্রাম	সকল উপজেলা-৯
৬১।		গাইবান্ধা	সকল উপজেলা-৭
৬২।	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	সকল উপজেলা-১৩
৬৩।		জামালপুর	সকল উপজেলা-৭
৬৪।		শেরপুর	সকল উপজেলা-৫
৬৫।		নেত্রকোনা	সকল উপজেলা-১০

০৭. <u>প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন:</u>

মূল প্রকল্প ২৯৫১.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ডিসেম্বর ২০১৭ থেকে নভেম্বর ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০৪ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। RFID সংশ্লিষ্ট কাজে বিটিআরসি কর্তৃক লাইসেন্স এবং ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দের বিষয়ে নতুন করে বাধ্যবাধকতা নির্ধারণ করায় কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে

প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট কাজ শেষ করতে সময় বেশী লেগেছে। ডিপিপি-র কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক রমজান মাসের ছুটি ও অন্যান্য কারনে কেবলমাত্র উপজেলা পর্যায় ছাড়া বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে বই-পাঠ প্রতিযোগিতা আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। গণগ্রন্থাগারের উদ্যোগে দেশব্যাপী বই-পাঠ প্রতিযোগিতা আয়োজন একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম বিধায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের অগ্রিম উত্তোলনের মঞ্জুরি গ্রহণ করে নভেম্বর ২০১৯ সময়ের মধ্যে প্রতিযোগিত শেষ করা সম্ভব হয়নি। ডিপিপি-র কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৮টি বিভাগীয় শহরে ৮টি সেমিনার এবং ২০ জন করে গণগ্রন্থাগার কর্মীদেরকে ৮টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকলেও প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না পাওয়ায় ৪বিভাগে ৪টি সেমিনার ও ৪টি ব্যাচ প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পাদন করা সম্ভব হয়নি। গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের শেষ দিকে ভবন সংস্কার ও মেরামত খাতে অর্থ বরাদ্দ পাওয়ায় সময়ের সল্পতার কারণে গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক সদর দপ্তরের ভবনের বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশনের কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হয়নি। নির্মাণ কাজ যথাযথভাবে সম্পাদনপূর্বক প্রকল্পের সমুদয় কাজ বাস্তবায়ন করতে জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন হয়। এ সকল কারণে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ০৭(সাত) মাস অর্থাৎ জুন ২০২০ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির অনুমোদন দেয়া হয়।

০৮. <u>প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি:</u>

গ্রন্থাগার হচ্ছে জ্ঞান ও তথ্য প্রদানের একটি কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন শ্রেনির গ্রন্থাগারের মধ্যে গণগ্রন্থাগারের কার্যকারিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি জাতি তথা দেশের জ্ঞান ও তথ্য বিতরণের কার্যকারিতা কথা বিবেচনা করে ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন কর্তৃক গণগ্রন্থাগারকে জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। গণগ্রন্থাগারের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হচ্ছে- (ক) শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান রাখা; (খ) সঠিক সময়ে সঠিক ব্যক্তিকে সঠিক তথ্য প্রদান; (গ) মানসিক উৎকর্ষ সাধনে বিনোদনের ব্যবস্থা করা; (ঘ) সামাজিক সম্প্রীতির উন্নয়নে সংস্কৃতিক সম্প্রসারনমূলক কাজ করা ইত্যাদি। গণগ্রন্থাগারে সকলের প্রবেশাধিকার অবারিত। সমাজের ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই গণগ্রন্থাগারের সেবা গ্রহণ করতে পারেন। গণগ্রন্থাগারই হচ্ছে সকল বয়সের ও শ্রেণির জনগণের জন্য জীবনব্যাপী স্ব-শিক্ষার জন্য একমাত্র উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান। এ কারণেই স্বয়ং-সম্পূর্ণ এবং সুগঠিত গণগ্রন্থাগার ব্যবস্থা যে কোন দেশ ও জাতির জন্য অত্যাবশ্যক। বাংলাদেশে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের আওতায় উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সর্বমোট ৭০ (সত্তর) টি সরকারি গণগ্রন্থাগার পরিচালিত হচ্ছে। তন্মধ্যে ঢাকায় বেগম সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার (সাবেক কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী), চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও সিলেটে ৫টি বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগার, ৫৮টি জেলায় ৫৮টি জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার, জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ ও বকশীগঞ্জ উপজেলায় ২টি উপজেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার এবং যথাক্রমে ঢাকায় মোহাম্মদপুর ও আরমানিটোলা, রাজশাহীর সোনাদীঘির পাড় এবং ময়মনসিংহে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১টি করে মোট ৪টি শাখা সরকারি গণগ্রন্থাগার পরিচালিত হচ্ছে। গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের আওতায় উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত পরিচালিত প্রায় সবগুলো গণগ্রন্থাগারই স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত টাইপ প্লান অনুযায়ী ভবন নির্মাণের মাধ্যমে অবকাঠামোগত উন্নয়ন হলেও কোন গ্রন্থাগারে এখনও ডিজিটাল পদ্ধতি চালু করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু ডিজিটাল তথা অনলাইন লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনা বর্তমান সময়ের পাঠকদের একটি অন্যতম চাহিদা ও অত্যাবশ্যকীয় করণীয় কাজ। বর্তমান সময়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক “অনলাইনে গণগ্রন্থাগারসমূহের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

০৯. প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- দেশের জনগণকে অনলাইনে গ্রন্থাগার ও তথ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন করা;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট ১১৪টি যন্ত্রপাতি ও সফ্টওয়্যার সংস্থাপনের মাধ্যমে গণগ্রন্থাগারসমূহের কার্যক্রম অনলাইনে প্রবর্তন করা;
- ঐতিহাসিক এবং দুষ্প্রাপ্য পুস্তকসমূহের ডিজিটালাইজেশন করে তা গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর এবং জাতীয় ডাটা সেন্টারের মাধ্যমে সুষ্ঠু সংরক্ষণ করা এবং তা পাঠকদের জন্য অনলাইনে ব্যবহারের সুবিধা সৃষ্টি করা;
- বিভাগ, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের ৬৫টি সরকারি গণগ্রন্থাগারে সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে পাঠকদের জন্য নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা;
- বিদ্যমান ত্রুটিপূর্ণ ১৪টি গণগ্রন্থাগার ভবনের প্রয়োজনীয় সংস্কার/মেরামতের মাধ্যমে সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহারোপযোগী করা।

১০. প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:

- জনবল নিয়োগ;
- পরামর্শক নিয়োগ;
- পুস্তক ও পাঠ্যসামগ্রী ক্রয়;
- ভবন মেরামত ও সংরক্ষণ;
- কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ ক্রয়;
- সোলার প্যানেল, যন্ত্রপাতি ও অফিস সরঞ্জার ক্রয়;
- আসবাবপত্র ক্রয় ও সরবরাহ।

১১. প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম	দায়িত্বের প্রকৃতি	মেয়াদকাল
জনাব হরেন্দ্রনাথ বসু প্রিন্সিপাল লাইব্রেরিয়ান-কাম-উপপরিচালক, গ্রেড-৫	অতিরিক্ত দায়িত্ব	০১/১২/২০১৭ হতে ১৭/০৭/ ২০১৮ পর্যন্ত
মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান প্রিন্সিপাল লাইব্রেরিয়ান-কাম-উপপরিচালক, গ্রেড-৫	অতিরিক্ত দায়িত্ব	১৭/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২০ পর্যন্ত

১২. প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন:

(লক্ষ টাকায়)

অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপিতে লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
(ক) রাজস্ব:					
৩১১১৩০১-দায়িত্ব ভাতা	৫(২৪)	১০২৪	০.১৭	-	০.১৭
৩১১১৩৩২-সম্মানী ভাতা	থোক	১০.৮৮	০.০৭	৯.৬৮	০.২৯
৩২১১১০৬-আপ্যায়ন ব্যয়	থোক	২.০০	০.০৭	১.৯৯	০.০৭
৩২১১১০৭-পরিবহন ভাড়া (মাইক্রোবাস)	১(২৪)	১৮.০০	০.৬১	১৪.২০	০.৬১
৩২১১১০৬৯-শ্রমিক মুজুরী	থোক	২.০০	০.০৭	১.২০	০.০৭
৩২১১১১১-সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয়	৮টি	১৬.০০	০.৫৪	১২.৫৫	০.৪২
৩২১১১২০-টেলিফোন	থোক	৩.০০	০.১০	০.৭২	০.০৩
৩২১১১২৫- প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	থোক	৩.০০	০.১০	১.৮২	০.০৬
০০০০০০০-শিক্ষা সফর (বিদেশ)	৭জন	০.০০	০.৮৫	-	-
৩২১১১২৭-বই ও সাময়িকী ক্রয়	থোক	১০০.০০	৩.৩৯	১০০.০০	৩.৩৯
৩২৩১৩০১-প্রশিক্ষণ (ব্যাচ)	৮টি	২৪.০০	০.৮১	১৮.৭৭	০.৬৩
৩২৪৩১০১-পেট্রোল ও লব্রিক্যান্ট	থোক	৩.০০	০.১০	২.৯২	০.১৩
৩২৪৪১০১- ভ্রমণ ব্যয়	থোক	৩০.০০	০.১৭	২৮.৮৭	০.৯৮
৩২৫৫১০১-কম্পিউটার সামগ্রী	থোক	২.০০	০.০৭	২.০০	০.০৯
৩২৫৫১০৪-স্ট্যাম্প ও সিল	থোক	২.০০	০.০৭	১.৫০	০.০৬
৩২৫৬১০৩-ব্যবহার্য দ্রব্য ও ক্রয়	থোক	৫.০০	০.০৭	৫.০০	০.১৭
৩২৫৭১০১-পরমর্শক নিয়োগ	১(১৮)	২৭.০০	০.৯১	২৭.০০	০.৯১
৩২৫৭৩০১-উৎসব/অনুষ্ঠানাদি	৫৪৮টি	১৯৯.৯৫	৬.৭৭	১৩৮.৭০	৬.২২
০০০০০০০-কমিটি মিটিং/কমিশন	থোক	০.০০	০.১৭	-	-
০০০০০০০-বিবিধ ব্যয়	থোক	০.০০	০.১১	-	-
৩২৫৮১০৭-ভবন মেরামত ও সংস্কার	১৪টি	৩৪০.৭৮	১১.৫৫	২৬৩.৬৯	৯.৯০
উপ-মোট (রাজস্ব)	**-**	**৭৮৯.৮৫**	**২৬.৭৭**	**৬৩০.৬১**	**২৪.২০**
(খ) মূলধন:					
৪১১২২০২-কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	১১৪টি	৯৪৩.৫০	৩২.০৪	৯৪৩.২৩	৩২.০৪

অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপিতে লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
৪১১২২০৪-টেলিফোন	৪টি	০.০০	০.০১	০.০০	০.০১
৪১১২৩১০-অফিস সরঞ্জাম	৭৭টি	৬৬৭.০০	২১.০৭	৬৬৬.৯৯	২১.৯০
৪১১২৩১৪-আসবাবপত্র	৪৬টি	৫.০০	০.১৯	৫.০০	০.১৭
৪১১৩৩০২-বই-এর ডাটাবেজ তৈরি	দুই লক্ষ বই	৪৮৭.৫০	১৭.৭৯	৪৮৭.৪০	১৭.৭৯
উপ-মোট (মূলধন)		**২১০৩.০০**	**৭১.১০**	**২১০২.৬২**	**৭১.৯১**
(গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	থোক	১৬.১৯	০.৭১	-	-
(ঘ) মূল্য কন্টিনজেন্সি	থোক	৪১.৯৬	১.৪২	-	-
সর্বমোট (ক+খ+গ)		**২৯৫১.০০**	১০০.০০	**২৭৩৩.২৩**	**৯৬.১১**

তথ্যসূত্র: পিসিআর ও প্রকল্প পরিচালক

প্রকল্পের মূলধনী যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম যথা নিয়মে ক্রয় করা হয়েছে এবং এডিপিতে যে লক্ষ্যমাত্রা ছিল তা প্রায় পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

১৩. আরএডিপিতে আর্থিক সংস্থান, অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও অর্থ ব্যয়:

প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৩২০৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। সমুদয় অর্থ অবমুক্ত হয়েছে। ব্যয় হয়েছে ২৭৩৩.২৩ লক্ষ টাকা যা অবমুক্তকৃত অর্থের ৮৫.২৮% এবং প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯২.৬২%।

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	ডিপিপিতে আর্থিক সংস্থান	সংশোধিত ডিপিপিতে আর্থিক সংস্থান	সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ	অর্থ ছাড়	অর্থ ব্যয়
২০১৭-১৮	৮৬০.৬৫	৮৬০.৬৫	৮৫০.০০	৮৫০.০০	৬৩৮.৩১
২০১৮-১৯	১৮৮০.২৬	১৮৮০.২৬	১৬৮০.০০	১৬৮০.০০	১৬১৭.৯০
২০১৯-২০	২১০.০৯	২১০.০৯	৬৭৫.০০	৬৭৫.০০	৪৭৭.০২
সর্বমোট	২৯৫১.০০	২৯৫১.০০	৩২০৫.০০	৩২০৫.০০	২৭৩৩.২৩

তথ্যসূত্র: পিসিআর

১৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও প্রকৃত অর্জন:

ক্রঃ নং	উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
১.	দেশের জনগণকে অনলাইনে গ্রন্থাগার ও তথ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন করা।	দেশের জনগণকে অনলাইনে গ্রন্থাগার ও তথ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে এ প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যে কেউ দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনলাইন গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারে।
২.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট ১১৪টি যন্ত্রপাতি ও সফ্টওয়্যার সংস্থাপনের মাধ্যমে গণগ্রন্থাগারসমূহের কার্যক্রম অনলাইনে প্রবর্তন করা।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট ১১৪টি যন্ত্রপাতি ও সফ্টওয়্যার কেন্দ্রীয় ও প্রকল্পভুক্ত অন্যান্য গ্রন্থাগারে সংস্থাপন করে গণগ্রন্থাগারসমূহের কার্যক্রম অনলাইনে প্রবর্তন করা হয়েছে।
৩.	ঐতিহাসিক এবং দুষ্প্রাপ্য পুস্তসমূহের ডিজিটালাইজেশন করে তা গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর এবং জাতীয় ডাটা সেন্টারের মাধ্যমে সুষ্ঠু সংরক্ষণ করা এবং তা পাঠকদের জন্য অনলাইনে ব্যবহারের সুবিধা সৃষ্টি করা।	ঐতিহাসিক এবং দুষ্প্রাপ্য পুস্তকসমূহের ডিজিটালাইজেশন তথা পিডিএফ ফরমেটে রুপান্তর করে তা গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের জাতীয় ডেটা সেন্টারে সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তা পাঠকগণ অনলাইনে ব্যবহার করতে পারছেন।
৪.	বিভাগ, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের ৬৫টি সরকারি গণগ্রন্থাগারে সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে পাঠকদের জন্য নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা।	প্রকল্পভুক্ত ৬৫টি সরকারি গণগ্রন্থাগারে সোলার প্যানেল সংস্থাপন করে পাঠকদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে।
৫.	বিদ্যমান ত্রুটিপূর্ণ ১৪টি গণগ্রন্থাগার ভবনের প্রয়োজনীয়	প্রকল্পভুক্ত ত্রুটিপূর্ণ ১৪টি গণগ্রন্থাগার ভবনের মধ্যে ১২টি

ক্রঃ নং	উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
	সংস্কার/মেরামতের মাধ্যমে সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহারোপযোগী করা।	ভবনের প্রয়োজনীয় সংস্কার/মেরামতের মাধ্যমে ব্যবহারোপযোগী করা হয়েছে।

১৫. প্রকল্পের প্রকিওরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্যাদি:

দরপত্র অনুযায়ী প্রকিউরমেন্টের বর্ণনা (পণ্য/কার্য/সেবা)	দরপত্রের মূল্য (কোটি টাকায়)		দরপত্র/নিলাম/প্রস্তাব		কাজ/পরিষেবা এবং পণ্য সরবরাহ সমাপ্তির তারিখ	
	প্রকল্প প্রস্তাব অনুযায়ী	চুক্তি মূল্য	আহবানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর/দরপত্র উন্মুক্তের তারিখ	চুক্তির তারিখ	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
মালামাল ক্রয়ঃ						
১. কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ এবং অফিস সরঞ্জাম	৯৫৮.২৮	৯৪৩.২৩	০৩.০৩.২০১৮	৩০.০৫.২০১৮	৩০.০৭.২০১৮	০৫.০৯.১৮
২. লক্ষ বই-এর ডাটাবেজ তৈরি	৫২৫.০০	৪৮৭.৪০	০৩.০৩.২০১৮	৩০.০৫.২০১৮	৩১.০১.২০২০	৩১.০৫.২০
৩. সোলার প্যানেল স্থাপন	৬০৯.০০	৬০৪.৭২	৩০.০৮.২০১৮	০১.১০.২০১৮	৩০.০৬.২০১৯	৩০.০৬.১৯
পূর্ত কাজঃ						
৪. ভবন সংস্কার কাজ	৩৪০.৭৮	২৬৩.৬৯	প্রকল্পের পূর্তকাজ গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক যথানিয়মে সম্পাদন করা হয়েছে। কিন্তু কোভিড-১৯ মহামারি পরিস্থিতির কারণে ঢাকাস্থ সদর দপ্তর ও আরমানিটোলা শাখা সরকারি গণগ্রন্থাগারের সংস্কার কাজ সম্পাদন করা সম্ভব না হওয়ায় গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক এখাতের অর্থ প্রত্যর্পণ করা হয়েছে।			৩০.০৬.২০

প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা পর্যালোচনা করে দেখা যায় কেবল ভবন সংস্কার কাজ ছাড়া বাকী কাজ পুরোপুরি সম্পন্ন হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারি পরিস্থিতির কারণে ঢাকাস্থ সদর দপ্তরের বৈদ্যুতিক কাজ এবং আরমানিটোলা শাখা সরকারি গণগ্রন্থাগারের সংস্কার কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হয়নি এবং এ খাতের অর্থ প্রত্যর্পন করা হয়েছে মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে। এ দুটি ছাড়া বাকী সব কাজ যথানিয়মে সম্পাদন করায় ক্রয় পরিকল্পনা প্রায় শতভাগ বাস্তবায়িত হয়েছে বলা যায়। এ প্রকল্পের যন্ত্রপাতি ও মালামালসমূহ আন্তর্জাতিক মানের বিভিন্ন ব্রান্ড কোম্পানি থেকে ক্রয় করা হয়েছে এবং বিশেষজ্ঞ কমিটি সন্তোষজনক মর্মে মন্তব্য করেছে। সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পরীক্ষা করে এবং যন্ত্রপাতি পর্যবেক্ষণ করে আমারও নিকট এটাই প্রতীয়মান হয়েছে।

১৬. প্রকল্পের সাইটের অডিট সংক্রান্ত তথ্য:

১৬.১ ইন্টারনাল অডিটঃ

অডিটের সময়কাল	প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ	প্রধান অনুসন্ধান/আপত্তি	আপত্তির সমাধান হয়েছে কিনা?
১	২	৩	৪
-	-	-	-

১৬.২ এক্সটারনাল অডিটঃ

অডিটের সময়কাল	প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ	প্রধান অনুসন্ধান/আপত্তি	আপত্তির সমাধান হয়েছে কিনা?
১	২	৩	৪

অডিটের সময়কাল	প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ	প্রধান অনুসন্ধান/আপত্তি	আপত্তির সমাধান হয়েছে কিনা?
১	২	৩	৪
২০১৭-১৮	১১.০৬.২০১৯	পরিশোধিত বিল হতে উৎসে আয়কর কম কর্তনের ফলে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।	কম কর্তনকৃত আয়করের টাকা বিলম্ব ফিসহ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে।
২০১৮-১৯	২৮.১০.২০২০	পরিশোধিত বিল হতে উৎসে আয়কর কম কর্তনের ফলে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।	কম কর্তনকৃত আয়করের টাকা বিলম্ব ফিসহ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে।
২০১৯-২০	-	-	নিরীক্ষা কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

১৭. <u>প্রকল্পের বাস্তবায়িত কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন:</u>

গত ১৮/১১/২০২১ তারিখে বরিশাল বিভাগীয় সরকারি গ্রন্থাগার, গত ২৩/১২/২০২১ তারিখে প্রকল্পের শাহবাগস্থ গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, গত ০৩/০১/২০২২ তারিখে চট্টগ্রাম বিভাগীয় সরকারি গ্রন্থাগার, গত ১৫/০৪/২০২২ তারিখে রাজবাড়ী জেলা গণগ্রন্থাগার, গত ১৬/০৪/২০২২ তারিখে ময়েজ উদ্দিন জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার, ফরিদপুর সাইট নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনের জনাব খালিদ মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ, সহকারী পরিচালক, বিভাগীয় সরকারি গ্রন্থাগার বরিশাল, জনাব মোঃ মাকসুদুর রহমান, মেইনটেইনেন্স ইঞ্জিনিয়ার, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, শাহবাগ, ঢাকা, জনাব এএইচএম কামরুজ্জামান, প্রিন্সিপাল লাইব্রেরিয়ান কাম ডেপুটি ডাইরেক্টর, বিভাগীয় সরকারি গ্রন্থাগার, চট্টগ্রাম, জনাব শামসুন নাহার, লাইব্রেরিয়ান রাজবাড়ী জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার এবং সাজু আহমেদ, সহকারী লাইব্রেরিয়ান, ময়েজ উদ্দিন জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার, ফরিদপুর উপস্থিত থেকে সহযোগিতা করেছেন। ।

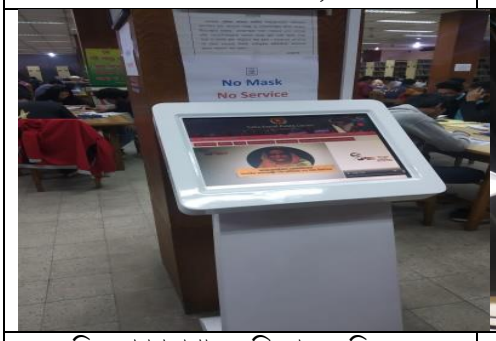
১৮. <u>প্রকল্প পরিদর্শনের সময় গৃহীত ছবি</u>



চিত্র: গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, শাহবাগ



চিত্র: বরিশাল সাইটের সোলার প্যানেল



চিত্র: গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের কিয়স্ক



চিত্র: কেন্দ্রীয় ডেটা সেন্টার



চিত্র: বিভাগীয় সরকারি গ্রন্থাগার, চট্টগ্রাম



চিত্র: জেলা গণগ্রন্থাগার, ফরিদপুর

১৯। সার্বিক পর্যবেক্ষণ:

১৯.১ প্রকল্পের মূল অফিস হচ্ছে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, শাহবাগ, ঢাকা। অনলাইন গ্রন্থাগার ও তথ্য সেবার মূল কেন্দ্র এখানে স্থাপন করা হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট ১১৪টি যন্ত্রপাতি ও সফটওয়্যার দেশের সকল বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ৬৫টি সরকারি গণগ্রন্থাগারে এবং কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীতে সংস্থাপন করা হয়েছে। ৬৫টি সরকারি গণগ্রন্থাগারের ছাদে সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে। গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরে স্থাপিত জাতীয় ডেটা সেন্টারের সাথে প্রকল্পভুক্ত গণগ্রন্থাগারসমূহে সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা অনলাইনে চালু করা হয়েছে। ফলে অনলাইনে বই/জার্নাল অনুসন্ধান ও পাঠ করা সহজ হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের এটি একটি নবতর সংযোজন।

১৯.২ প্রকল্প বাস্তবায়নে মূল প্রকল্প ব্যয় অপেক্ষা ৭.৩৮% কম অর্থ ব্যয় হয়েছে। ফলে কিছু প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপ কার্যক্রম এবং ২(দুই) টি ভবন যথা: গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের বৈদ্যুতিক কাজ ও আরমাননিটোলা সরকারি গণগ্রন্থাগারের সংস্কার কাজ সম্পাদন করা হয়নি। অব্যয়িত অর্থ চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে। ১(এক) বছর ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে এটি অর্থ সাশ্রয়ী হয়েছে এবং নির্ধারিত প্রায় সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

১৯.৩ পরিদর্শনকৃত সকল গণগ্রন্থাগারে এ প্রকল্পের সুবিধাদি ব্যবহার করতে দেখা গেছে। কোন ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়নি। কেবল শাহবাগস্থ গণগ্রন্থাগারের একটি কিয়স্ক চালু অবস্থায় ছিল না। প্রকল্প পরিচালক জানান, মানুষ এখনো তেমনভাবে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি। ই-বুক পাঠকের সংখ্যা কম। এখনো মানুষ কাগজের বই পড়তে ভালবাসে।

১৯.৪ প্রকল্পের অডিট কার্যক্রম পুরোপুরি সম্পন্ন হয়নি। ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরের অডিট সম্পন্ন হয়েছে। দুটি আপত্তি ছিল। আপত্তিকৃত অর্থ ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ায় তা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। প্রকল্পের কোন ইন্টারনাল অডিট হয়নি। ২০১৯-২০ অর্থবছরের এক্সটারনাল অডিট কার্যক্রম এখনো প্রক্রিয়াধীন রয়েছে মর্মে পিসিআরে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯.৫ এ প্রকল্পের ফলে মানুষ অনলাইনের মাধ্যমে কিভাবে লাইব্রেরী ব্যবহার করা যায় তা জানার সুযোগ পেয়েছে। ইনফরমেশন কিয়স্ক স্থাপনের ফলে এর মাধ্যমে বই অনুসন্ধান ও বিভিন্ন তথ্য পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ই-বুক এর সাথে মানুষের পরিচয় ঘটেছে। সোলার প্যানেল স্থাপনের ফলে সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থার নিশ্চয়তা নিশ্চিত করা হয়েছে। থেফট ডিটেক্টর স্থাপনের ফলে বই হারিয়ে যাওয়ার আশংকা দূরীভুত হয়েছে। প্রকল্পভুক্ত গ্রন্থাগারসমূহ দৃষ্টিনন্দন রূপে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। প্রকল্পসমূহের অভ্যন্তরীন রাস্তা উচুকরণ, সামনে ফুলের বাগানের ফেন্সি গ্রীল স্থাপন করা হয়েছে।

১৯.৬ এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের যে উদ্দেশ্য ছিল তা পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে। দেশের ব্যপক সংখ্যক জনগণকে অনলাইন গ্রন্থাগার ও তথ্যসেবা প্রদানের আওতায় আনার লক্ষ্যে একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস ছিল এই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রকল্পভুক্ত ৬৫টি সরকারি গণগ্রন্থাগারকে অনলাইনের আওতায় আনার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট ১১৪টি যন্ত্রপাতি ও সফ্টওয়্যার কেবল এসব গ্রন্থাগারেই সংস্থাপন করা হয়েছে। সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে এসব গ্রন্থাগারের পাঠকদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা

হয়েছে। প্রকল্পের অন্যতম আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল ঐতিহাসিক এবং দুষ্পাপ্য পুস্তকসমূহের ডিজিটালাইজেশন করে তা গ্রন্থাগার অধিদপ্তর এবং জাতীয় ডেটা সেন্টারের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা এবং তা পাঠকদের জন্য অনলাইনে ব্যবহারের সুবিধা সৃষ্টি করা। এ কাজটি যথাযথভাবে সম্পাদিত হয়েছে। তবে তা সীমিত পর্যায়ে। পিডিএফ ফাইলে রূপান্তরের সংখ্যা খুব বেশি নয় এবং সকল গুরুত্বপূর্ণ বই ডিজিটাল ফরমেটে রূপ দেয়া সম্ভব হয়নি। কপিরাইট আইনের কারণে এসব বই ডাউনলোড করে কেবল পাঠ করা যায়, কিন্তু অফলাইনে ব্যবহার করা যায় না। এরূপ কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে এর উদ্দেশ্য শতভাগ অর্জিত হয়েছে বলা যায়।

২০. <u>আইএমইডি এর সুপারিশ/মতামত:</u>

২০.১ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সংস্কারকৃত অবকাঠামো ও সুবিধাদির যথাযথ ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে (অনুচ্ছেদ-১৮.১);

২০.২ জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে লাইব্রেরির ভূমিকা সমুন্নত রাখতে অনলাইন গ্রন্থাগার ব্যবহারের আধুনিক সুযোগ সুবিধা অব্যাহত রাখতে হবে (অনুচ্ছেদ-১৮.৩)

২০.৩ প্রক্রিয়াধীন অডিট কার্যক্রম যতদ্রুত সম্ভব সম্পন্ন করে ফলাফল আইএমইডিকে জানাতে হবে। (অনুচ্ছেদ-১৮.৪)

২০.৪ ডিজিটাল লাইব্রেরির ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য এর সকল রকম ব্যবহার উন্মুক্ত করে দুষ্প্রাপ্য, ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ বইসমূহ ডিজিটাল ফরমেটে রূপান্তরের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে (অনুচ্ছেদ-১৮.৬)।

২১। প্রতিবেদনে উল্লিখিত মতামতের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডিকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।

নজরুলের অপ্রচলিত গানের সুর সংগ্রহ, স্বরলিপি প্রণয়ন, সংরক্ষণ, প্রচার এবং নবীন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধকরণ (১ম পর্যায়) শীর্ষক **প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

(সমাপ্ত: জুন, ২০২০)

ক. <u>প্রকল্পের মৌলিক তথ্য:</u>

১.০	প্রকল্পের নাম	নজরুলের অপ্রচলিত গানের সুর সংগ্রহ, স্বরলিপি প্রণয়ন, সংরক্ষণ, প্রচার এবং নবীন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধকরণ (১ম পর্যায়)
২.০	প্রকল্পের ধরন	বিনিয়োগ
৩.১	অর্থায়নের উৎস	বাংলাদেশ সরকার
৩.২	উন্নয়ন সহযোগী	প্রযোজ্য নয়
৪.১	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৪.২	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	কবি নজরুল ইনস্টিটিউট

৫.০ প্রকল্পব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অনুমোদন সংক্রান্ত:

(লক্ষ টাকায়)

বিষয়	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়		বাস্তবায়ন কাল	অনুমোদনের তারিখ	পরিবর্তন (+/-) (মূল প্রকল্পের তুলনায়)	
	মোট	জিওবি			ব্যয় (%)	মেয়াদ (%)
মূল	১০১৩.৮৫	১০১৩.৮৫	জুলাই ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯	০৫/১১/২০১৭	-	-
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি ১ম বার	১০১৩.৮৫	১০১৩.৮৫	জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০২০	০৪/০২/২০২০	-	২০%

৬.০ প্রকল্প এলাকা:

বিভাগ	জেলা	উপজেলা/ সিটিকর্পোরেশন/পৌরসভা
সকল বিভাগ	৩০টি জেলা	৩০টি

৭.০ <u>প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন:</u>

মূল প্রকল্প ১০১৩.৮৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ডিসেম্বর ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০৫ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির অনুমোদিত মেয়াদ জুলাই ২০১৭ থাকলেও বাস্তবে পরিকল্পনা কমিশন হতে প্রকল্পটির অনুমোদন পাওয়া যায় ৩০ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে। এরপর আরএডিপিতে অর্থ বরাদ্দ পেতে এবং কার্যক্রম শুরু করতে প্রায় ৩ (তিন) মাস চলে যায়। অর্থাৎ ১ম বছরে মাত্র ৩ মাস সময় পাওয়া যায়। বাকি সময়ের মধ্যে ৩০টির মধ্যে মাত্র ১৫টি জেলায় নজরুল সম্মেলন, প্রচার ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে। জেলায় নজরুল সম্মেলন আয়োজন ব্যাপক শ্রম ও সময় সাপেক্ষ ব্যপার। জেলা প্রশাসন থেকে সময়মত সাড়া না পাওয়ায় বাকি জেলার আয়োজন সম্ভব হয়নি। নির্ধারিত সময়ে কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ ৬ মাস বৃদ্ধি করে জুন ২০২০ করা হয়। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির অনুমোদন দেয়া হয়।

৮.০ <u>প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি:</u>

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টিকর্ম তথা সাহিত্য ও সংগীত বাংলার সাহিত্য ও সংগীতকে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করেছে। তাঁর সংগীত, সাহিত্য ও অন্যান্য রচনায় এ দেশের জন-জীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে। তাঁর রচনা নির্যাতন, নিপীড়ন, দারিদ্র ও পরাধীনতা থেকে মুক্তি পাওয়ার মন্ত্র হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। একাধারে নজরুল

প্রেমের কবি আবার বিপ্লবী কবি। দেশপ্রেম, মানবপ্রেম তাঁর রন্ধ্রে রন্ধ্রে। তাঁর সাহিত্যে অসাম্প্রদায়িকতার যথেষ্ঠ প্রভাব। নজরুলের সৃষ্টিকর্ম বিভিন্নভাবে বিবৃত হচ্ছে। বিশেষ করে তাঁর সংগীতের বাণী ও সুর আপন সত্তা হারাতে বসেছে। এ জন্য নজরুল চর্চা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নজরুলের রচনাসমগ্র সহজলভ্য করে দেশে দেশে ছড়িয়ে দেয়া প্রয়োজন। সংগীতের বিকৃতি রোধে শুদ্ধ বাণী ও সুরে সারাদেশে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান এবং নবীন প্রজন্মকে নজরুলপ্রেমী করার জন্য আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন, তথ্যচিত্র প্রদর্শন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে নজরুলের জীবনভিত্তিক আলোচনা, তথ্যচিত্র প্রদর্শন ও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা বর্তমান প্রেক্ষাপটে অতীব প্রয়োজন। এতে বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিও ঘটবে। এই প্রেক্ষাপটে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছিল।

৯.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- নজরুল সংগীতের বিকৃতি রোধকরণ।
- নজরুল-সংগীত শুদ্ধ বাণী ও সুরে সংরক্ষণ ও প্রচার।
- নজরুল ইসলামের জীবন ও সৃষ্টিকর্ম নতুন প্রজন্মকে অবহিতকরণ।

১০.০ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:

- মুদ্রণ ও প্রকাশনা;
- অডিও, ভিডিও/চলচ্চিত্র নির্মাণ;
- প্রচার ও বিজ্ঞাপন;
- অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ;
- সেমিনার ও কনফারেন্স;
- অনুষ্ঠান/উৎসবাদি;
- কমিটি মিটিং/কমিশন;
- জাদুঘর সামগ্রী, পেইন্টিং ও আর্কাইভ ফিল্মস ইত্যাদির ডিজিটাল আর্কাইভস।

১১.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	দায়িত্বের প্রকৃতি	মেয়াদকাল
মোঃ আব্দুর রহিম, যুগ্মসচিব	অতিরিক্ত দায়িত্ব	প্রকল্পের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত

১২.০ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন:

(লক্ষ টাকায়)

অংগের নাম	একক	ডিপিপিতে লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
(ক) রাজস্ব					
মুদ্রণ ও প্রকাশনা	সংখ্যা	৮খন্ড (২০০ গান)	৪৫.০৮	৩১ গান	১.৭৪
অডিও, ভিডিও/চলচ্চিত্র নির্মাণ	সংখ্যা	১৬টি	৬০.৬২	-	-
প্রচার ও বিজ্ঞাপন	সংখ্যা/থোক	৩০০টি	৯৪.৬৪	২৪০টি	৭১.৮৮
অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ব্যয়	সংখ্যা	১৫০০ জন	১৯৫.০০	১২০০ জন	১৩৫.৪৩
সেমিনার, কনফারেন্স	সংখ্যা	৩০টি	৫৫৮.৬০	২৪টি	৩৩১.৩৪
অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	সংখ্যা	১০টি	২৮.২০	৫টি	১০.৯৫
কমিটি মিটিং/কমিশন	থোক	থোক	১০.০০	থোক	১.৬৮
অন্যান্য ব্যয় (ফটোকপি ও আনুষঙ্গিক ব্যয়)	থোক	-	১০.০০	থোক	০.৪৪

উপমোট (রাজস্ব)	-				
(খ) মূলধন					
জাদুঘর সামগ্রী, পেইটিং ও আর্কাইভ ফিল্মস ইত্যাদি ডিজিটাল আর্কাইভ	সংখ্যা/থোক	২ ০০টি	১১.৭১	-	-
উপ-মোট (মূলধন)					
(গ) ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি	-	-		-	
(ঘ) মূল্য কনটিনজেন্সি	-	-		-	
সর্বমোট (ক+খ+গ)	-	-	১০১৩.৮৫	-	৫৫৩.৪৬

তথ্যসূত্র: পিসিআর ও প্রকল্প পরিচালক

প্রকল্পের মূলধনী সামগ্রী ক্রয় করা হয়নি এবং ডিপিপিতে যে লক্ষ্যমাত্রা ছিল তা অর্জিত হয়নি। ডিপিপিতে প্রকল্পটির প্রক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছিল ১০১৩.৮৫ লক্ষ টাকা। প্রকৃত আর্থিক ব্যয় ৫৫৩.৪৬ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি মাত্র ৫৪.৫৯%।

১৩.০ আরএডিপিতে আর্থিক সংস্থান, অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও অর্থ ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	ডিপিপিতে আর্থিক সংস্থান	সংশোধিত ডিপিপিতে আর্থিক সংস্থান	সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ	অর্থ ছাড়	অর্থ ব্যয়
২০১৭-১৮	২৫১.১২	২৫১.১২	১০০.০০	১০০.০০	৬৫.০০
২০১৮-১৯	৪৪৪.৬৩	৪৪৪.৬৩	২৪২.৫০	২৪২.৫০	২০৭.৬৭
২০১৯-২০	৩১৮.১০	৩১৮.১০	৩৪৮.১৮	৩৪৮.১৮	২৮০.৭৯
সর্বমোট	১০১৩.৮৫	১০১৩.৮৫	৬৯০.৬৮	৬৯০.৬৮	৫৫৩.৪৬

তথ্যসূত্র: পিসিআর

প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৬৯০.৬৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। সমুদয় অর্থ অবমুক্ত হয়েছে। ব্যয় হয়েছে ৫৫৩.৪৬ লক্ষ টাকা যা অবমুক্তকৃত অর্থের ৮০.১৩% এবং প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৫৪.৫৯%।

১৪.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও প্রকৃত অর্জন:

ক্রঃ নং	উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
৬.	নজরুল সংগীতের বিকৃতি রোধকরণ।	২৪টি জেলায় নজরুল-সংগীতের প্রশিক্ষক তৈরির উদ্দেশ্যে ১৫০০ জনের মধ্যে ১২০০ জন নজরুল সংগীত শিল্পীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
৭.	নজরুল-সংগীত শুদ্ধ বাণী ও সুরে সংরক্ষণ ও প্রচার।	অপ্রচলিত নজরুল-সংগীতের সুর সংগ্রহ ও সত্যায়নপূর্বক ৮টি স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশের কথা থাকলেও মাত্র ৩১টি গান সংগ্রহ ও সত্যায়ন করা হয়েছে। কোন গ্রন্থ মুদ্রণ বা কোন সিডি তৈরি এবং অপ্রচলিত নজরুল-সংগীতের সুর সংগ্রহ করা হয়নি।
৮.	নজরুল ইসলামের জীবন ও সৃষ্টিকর্ম নতুন প্রজন্মকে অবহিতকরণ।	৩০টি জেলার মধ্যে ২৪টি জেলায় তিন দিনব্যাপী জাতীয় নজরুল সম্মেলন আয়োজন করা হয়েছে। বাকি ৬টি জেলায় সম্মেলন আয়োজন করা হয়নি।

১৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়িত কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন:

গত ২৯/১২/২১ তারিখে আইএমইডি কর্তৃক কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকাতে প্রকল্প অফিস সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে জনাব মনির হোসেন, সহ: পরিচালক, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা ও জনাব আলাউদ্দিন, উচ্চমান সহকারী, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা উপস্থিত থেকে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন।

১৬.০ প্রকল্প পরিদর্শনের সময় গৃহিত ছবি:



চিত্র: পরিবীক্ষণ কাজে সহায়তাকারীবৃন্দ



চিত্র: প্রচারপত্র

১৭.০ প্রকল্পের প্রকিওরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্যাদি:

পিসিআর এ প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা পাওয়া যায়নি। পিসিআর এ সংযুক্ত খাতভিত্তিক ব্যয় বিবরণী পর্যালোচনা করে দেখা যায় কেবল রাজস্বখাতে সর্বমোট ৫,৫৩,৪৬,০৪১.১৭ টাকা ব্যয় হয়েছে, মূলধনী খাতে কোন ব্যয় নাই। ডিপিপিতে উল্লেখিত উন্মুক্ত দরপত্র প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ব্যয় করা হয়েছে কিনা তার কোন তথ্য নাই। পিসিআর পর্যালোচন করে আমার নিকট এটাই প্রতীয়মান হয়েছে যে, প্রকল্পের কার্যক্রম ও অগ্রগতি চরম হতাশাজনক। প্রকল্পটি সমৃদ্ধিকরণে ব্যর্থ হয়েছে।

১৮.০ প্রকল্পের অডিট সংক্রান্ত তথ্য:

পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে, কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের অডিট শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্মবিষয়ক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক করা হয়। বর্ণিত দপ্তর অডিট কার্যক্রম সমাপ্ত হলে দ্রুত অডিট প্রতিবেদন প্রেরণ করা হবে। এছাড়া অডিট সংক্রান্ত আর কোন তথ্য পিাসআর এ নাই।

১৯.০ সার্বিক পর্যবেক্ষণ:

১৯.১ প্রকল্পটি কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ধানমন্ডি ঢাকা থেকে বাস্তবায়িত হয়েছে। দেশের ৩০টি জেলায় নজরুল সম্মেলন, প্রচার ও প্রশিক্ষণের জন্য নির্ধারিত ছিল। এর মধ্যে ২৪টি জেলায় সম্মেলন হয়েছে, বাকী ৬টি জেলায় হয়নি। প্রতি জেলায় ১০টা স্কুলে এ সম্মেলন হবার কথা ছিল। নজরুল সংগীতের উপর প্রশিক্ষণ ৫দিন করে প্রতি জেলায় ৫০ জনের হবার কথা। শেষের ৩ দিন অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত ছিল। ৬টি জেলায় এসবের কোনটিই করা সম্ভব হয়নি।

১৯.২ ডিপিপিতে প্রকল্পটির প্রক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছিল ১০১৩.৮৫ লক্ষ টাকা। ৫৫৩.৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০ মেয়াদে এটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটির আর্থিক অগ্রগতি মাত্র ৫৪.৫৯%।

১৯.৩ অপ্রচলিত নজরুল সংগীতের সুর সংগ্রহ ও সত্যায়নপূর্বক ৮টি স্বরলিপি গ্রন্থ (২০০টি গান) প্রকাশের কথা থাকলেও মাত্র ৩১টি গান সংগ্রহ ও সত্যায়ন করা হয়েছে। কোন স্বরলিপি গ্রন্থ মুদ্রণ, প্রকাশ বা সিডি তৈরি করা হয়নি। কোন অডিও, ভিডিও/চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়নি। ২০০টি ডিজিটাল আর্কাইভস স্থাপনের কথা থাকলেও তার কোন অগ্রগতি নেই। প্রশিক্ষণ সেমিনার, অনুষ্ঠানেরও টার্গেট পুরোপুরি অর্জিত হয়নি। মাঝপথে প্রকল্পটির মৃত্যু ঘটেছে।

১৯.৪ প্রকল্পের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়নি। পিসিআরে কোন গ্যান্টচার্ট যুক্ত নেই।

১৯.৫ জুন ৩০, ২০২০ সমাপ্ত প্রকল্পটি ১৩ (তের) মাস অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু সে সময় পর্যন্ত অডিট করা হয়নি। পিসিআর এর সাথে অডিট প্রতিবেদন নাই। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম বিষয়ক অডিট অধিদপ্তর কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের অডিট করে থাকে। বর্ণিত দপ্তর কর্তৃক অডিট কার্যক্রম সমাপ্ত হলে অডিট প্রতিবেদন প্রেরণ করা হবে মর্মে পিসিআরে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯.৬ প্রকল্প অফিস কবি নজরুল ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করে জাতীয় নজরুল সম্মেলনের পোস্টার/লিফলেট/প্রচার পত্র আর আমন্ত্রণপত্র ছাড়া কিছু পাওয়া যায়নি।

১৯.৭ এ প্রকল্পের ফলে ডিপিপিতে উল্লিখিত কোন উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে বলা যায় না। নজরুল সংগীতের বিকৃতি রোধকল্পে নির্ধারিত ১৫০০ জনের মধ্যে ৩০০ জন নজরুল সংগীত শিল্পী প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হয়নি, নজরুল সংগীত, শুদ্ধ বাণী ও সুর সংরক্ষণের ও প্রচারের জন্য ৩১টি গান সংগ্রহ ছাড়া ৮টি স্বরলিপি গ্রন্থের একটিও প্রকাশ করা যায়নি। ৬টি জেলায় জাতীয় নজরুল সম্মেলন করতে না পারায় নজরুল ইসলামের জীবন ও সৃষ্টি কর্ম নতুন প্রজন্মকে অবহিতকরণ কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে।

১৯.৮ PCR এ প্রকল্প পরিচালক, বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও মন্ত্রনালয়ের কোন সুস্পষ্ট মতামত নেই।

১৯.৯ প্রকল্প প্রনয়ণের সময় বিস্তারিত সার্ভে ও প্রকৃত চাহিদা নিরুপন করা হয়নি, যার কারণে দুষ্প্রাপ্যতাহেতু গান সংগ্রহ করা যায়নি, সময় বৃদ্ধি সত্ত্বেও প্রকল্পটি অসমাপ্ত রেখে মাঝপথে সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

২০.০ <u>আইএমইডি এর সুপারিশ/মতামত:</u>

২০.১ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ১২০০ জন নজরুল সংগীত শিল্পীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। অন্তত এদের মাধ্যমে নজরুল সংগীতের বিকৃতি রোধের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে (অনুচ্ছেদ:১৯.১);

২০.২ মাঝপথে প্রকল্পটির মৃত্যু ঘটেছে। প্রকল্পের কার্যক্রম অসম্পূর্ণ রেখে সমাপ্ত করা হয়েছে; বিধায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে তাঁদেরকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ: ১৯.২, ১৯.৩, ১৯.৪, ১৯.৬ ও ১৯.৭);

২০.৩ অডিট কার্যক্রম যতদ্রুত সম্ভব সম্পন্ন করে ফলাফল আইএমইডিকে জানাতে হবে (অনুচ্ছেদ: ১৯.৫);

২০.৪ ভবিষ্যতে প্রকল্পের ব্যয় ও সময় অহেতুক বৃদ্ধি পরিহারের লক্ষ্যে যথাযথভাবে সম্ভাব্যতা যাচাই করা ও বাস্তবসম্মতভাবে প্রকৃত চাহিদা নিরুপন করে প্রকল্প গ্রহণে সংশ্লিষ্টদের সচেষ্ট হতে হবে (অনুচ্ছেদ: ১৯.৯)।

২০.৫ প্রতিবেদনে উল্লিখিত মতামতের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডিকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে।